সংবাদ

তারিখ … 31 MAR 2017 …
পৃষ্ঠা … কলাম …

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ

মাদারীপুরে সিভিল সার্জনের অনুপস্থিতিতে সার্টিফিকেট বাণিজ্য

রিপনচন্দ্র মল্লিক, মাদারীপুর

মাদারীপুরে সিভিল সার্জনের অনুপস্থিতিতেই দেয়া হচ্ছে সদ্য নিয়োগকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট। বিষয়টি চরম পর্যায়ে পৌঁছলেও জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা নির্বিকার। এতে ক্ষুব্ধ নব্য নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা।

জেলার প্রথমিক শিক্ষা অফিস জানায়, গত ২৩ মার্চ জেলায় মোট ২শ' জনকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১শ' ৪ জন, কালকিনিতে ৬৮, রাজৈরে ২৮ ও শিবচর উপজেলায় ৩৫ জন নিয়োগ পান। তাদের প্রত্যেকের এখন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যোগদান চলছে।

সরেজমিনে জেলার সিভিল সার্জন অফিসে ঘুরে জানা যায়, জেলার সিভিল সার্জন অফিসের অফিস সহকারী রাকিবা খাতুন ও ক্যাশিয়ার জালাল উদ্দিনের নেতৃত্বে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে। সেখানে সিভিল সার্জনের অনুপস্থিতিতেই তারা নিজেরাই সীল ও সই দিয়ে এ সার্টিফিকেট প্রদান করছেন। সেখানে প্রত্যেক শিক্ষকদের কাছ থেকে ৫শ' থেকে ৬শ' টাকা নেয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৩৪ জনকে এই সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট নিতে হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ২৪ মার্চ থেকে ৭দিনের ছুটিতে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের শীর্ষ কর্তকর্তা (সিভিল সার্জন) দিলীপ কুমার দাস ভারতে যান। ৩০ মার্চ ছুটি শেষ হলেও পরবর্তী দুই দিন সরকারি বন্ধ থাকায় তিনি আগামী ২ এপ্রিল রোববার অফিস করবেন।

শিবচরের হাজি বসরতখাঁ'র কান্দি এলাকার শিক্ষক মিজানুর রহমান বলেন, চিকিৎসকের সার্টিফিকেট ছাড়া বিদ্যালয়ে যোগদান করা যাবে না। তাই সার্টিফিকেট নিতে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে আসছি। অফিসে কর্মরত দুইজন (নারী ও পুরুষ) টাকা চাচ্ছে। আমি জানতে চাইলে তারা আমাকে বলেন, নতুন চাকরি হয়েছে। মিষ্টি খাইতে টাকা দিবেন না। এটা তো সবাই দেয়। আমি তাদের ৫শ' টাকা দিয়েছে ওই সনদ নিয়েছে।

কালকিনির দক্ষিণ কৃষ্ণনগর গ্রামের শিক্ষিকা খাদিজা বলেন, ১ হাজার টাকা চাইল তারা। পরে অনেক কয়েকবার অনুরোধ করায় ৬শ' টাকায় সার্টিফিকেট দিচ্ছে অফিসে থাকা দুইজন। সার্টিফিকেট ছাড়া বিদ্যালয়ে যোগদান করা যাবে না। তাই বাধ্য হয়েই টাকার বিনিময়ে এই ডাক্তারি সার্টিফিকেট নিতে হচ্ছে।

মাদারীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রওশন আলী জানান, গত ২৩ মার্চ জেলার ৪টি উপজেলায় ২শ' ৩৫ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। তাদের প্রত্যেককে মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরিতে যোগদান করতে হবে। এই সার্টিফিকেট ছাড়া কেউ চাকরিতে যোগদান করতে পারে না।

সিভিল সার্জন অফিসের অফিস সহকারী রাকিবা খানম বলেন, আমরা কারো কাছে টাকা চেয়ে নিচ্ছি না। খুশি হয়ে কেউ ২শ' ৩শ' আবার কেউবা একটু বেশি টাকা দিচ্ছে। কাউকে টাকার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে না।

সিভিল সার্জন অফিসের ক্যাশিয়ার জালাল উদ্দিন বলেন, সব জায়গাতে কোটি কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছে। সেটা দেখার কেউ নাই। আর সামান্য কিছু অর্থ নেয়া হচ্ছে এটা নিয়ে মাথা ব্যাথা শুরু করেছেন। এটা তো সিএস (সিভিল সার্জন) স্যারের ফি রাখা হচ্ছে।

সিভিল সার্জনের অনুপস্থিতিতেই কিভাবে সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে অফিসের প্রধান সহকারী জুলফিকার আলী বলেন, সিভিল সার্জন স্যার ছুটিতে আসেন। স্যার অনেকগুলো কাগজে স্বাক্ষর করে রেখে গেছেন। সেই স্বাক্ষরকৃত সনদগুলো বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ৫শ' থেকে ১ হাজার টাকা নেয়া এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা স্যারের (সিভিল সার্জন) সার্টিফিকেট ফি। এটা সব জায়গাতেই নিয়ে থাকে। তাই আমরাও নিচ্ছি।

মাদারীপুর জেলার (ভারপ্রাপ্ত) সিভিল সার্জন ডা. জহিরুল ইসলাম কিরণ বলেন, 'আসলে আমি অফিসের কোন কাজ করি না। তবে, বিষয়টি দেখছি। অফিসে অনেক কাজ। তাই সব বিষয়ে ভালভাবে খোঁজ নেয়া সম্ভব হয় না।' মাদারীপুরের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক বিশ্বাস রাসেল হোসেন বলেন, এ বিষয় আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখি, ঘটনা কি? যদি সিভিল সার্জনের অনুপস্থিতিতে টাকার বিনিময়ে কেউ সার্টিফিকেট দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।